‘সিনহা’র মৃত্যুর দায় ব্যক্তির, কোন প্রতিষ্ঠানের নয়’

কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর রাশেদ সিনহা’র মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখতে চায় সেনাবাহিনী।

বুধবার কক্সবাজারে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ।

এসময় তিনি বলেন, ‘সিনহা’র মৃত্যুর ঘটনায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ মর্মাহত। তদন্ত কমিটির ওপর সেনাবাহিনী ও পুলিশের আস্থা আছে। এ ঘটনার দায় ব্যক্তির, কোন প্রতিষ্ঠানের নয়।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দেশে করোনায় আরো ৩৩ প্রাণহানি

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে আরো ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ মারণভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গতকাল ৫০ জনের প্রাণহানি ঘটে। এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুবরণ করলেন ৩২৬৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃতদের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ২৬৫৪ জন। গতকাল শনাক্ত হয়েছিলেন ১৯১৮ জন।

আজ বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। অনলাইন বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ডা. নাসিমা সুলতানা বরাবরের মতো করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান বুলেটিনে।

গোটা বিশ্ব এখন করোনাভাইরাসের ছোবলে বিপর্যস্ত। গত ডিসেম্বরে চীনের উহান শহর থেকে ছড়ায় এই ভাইরাস। এখন পর্যন্ত এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ৮৭ লাখ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৭ লাখ ৪ হাজার। তবে এক কোটি ১৯ লাখের বেশি রোগী এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম শনাক্ত হয় করোনাভাইরাস। করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ১৮ মার্চ।

সূত্র- কালের কন্ঠ

বৈরুত বিস্ফোরণে ২ বাংলাদেশি নিহত

বৈরুতে বিস্ফোরণে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত এতে শতাধিক লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন চার হাজারেরও বেশি।

বাংলাদেশ দূতাবাসের হেড অব চ্যান্সেরি ও ফার্স্ট সেক্রেটারি আবদুল্লাহ আল মামুন বলছেন, এখন পর্যন্ত দুজন বাংলাদেশি মারা যাওয়ার খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছি।

বিবিসি বাংলার খবরে এমন তথ্য মিলেছে।

বৈরুতের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তিনি বলেন, মারা যাওয়া দুজন বাদে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫৯ জন বাংলাদেশি বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন।

বিস্ফোরণে আরও বাংলাদেশি নাগরিকের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন

তারা।

লেবাননে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে আরো কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা, তা জানতে অনুসন্ধান চলছে বলে জানিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন।

এদিকে বৈরুত বন্দরের একটি ওয়্যার হাউসে ভয়াবহ বিস্ফোরণে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অধীনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বিজয়ের ২১ সদস্য আহত হয়েছেন।

তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত মেডিকেল সেন্টারে (এইউবিএমসি) ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদের ইউনিফিলের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হেলিকপ্টার/অ্যাম্বুলেন্সযোগে হামুদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তারা আশঙ্কামুক্ত।

শান্তিরক্ষা মিশন ইউনিফিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আহত নৌ সদস্যদের চিকিৎসা চলমান রয়েছে। এ দুর্ঘটনায় নৌবাহিনী জাহাজ বিজয়ের বিস্তারিত ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে নৌবাহিনী জাহাজ, ইউনিফিল সদর দফতর ও বৈরুতস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের সঙ্গে নৌবাহিনী সদর দফতরের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে।

ইউনিফিল হেড অব মিশন এবং ফোর্স কমান্ডার ও মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডার সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

এ ব্যাপারে তারা ও সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনার অব্যবহৃত পরই বৈরুতে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আল মোস্তাহিদুর রহমান সরেজমিন বানৌজা বিজয় পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তর ও যথাযথ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করেন।

সূত্র- যুগান্তর

সাবরিনা-আরিফের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রস্তুত ডিবির, বিকেলে দাখিল

করোনার ভুয়া সনদ দেওয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে করা মামলায় জেকেজি হেলথকেয়ার চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা আরিফ চৌধুরী ও সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রস্তুত করেছে মামলার তদন্ত সংস্থা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরের পর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে চার্জশিটটি দাখিল করা হবে। এতে সাবরিনা ও আরিফকে মূল হোতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকিরা প্রতারণা ও জালিয়াতি করতে তাদের সহযোগিতা করেছেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক লিয়াকত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আলী বলেন, সাবরিনা ও আরিফসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলার চার্জশিট প্রস্তুত করা হয়েছে। আজ দুপুরের পর চার্জশিটটি দাখিল করা হবে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে।

এ মামলায় অভিযুক্ত অন্য আসামিরা হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

গত ২৩ জুন সাবরিনার স্বামী আরিফ চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরেরদিন ২৪ জুন আরিফ চৌধুরী ও সহযোগী সাঈদ চৌধুরীর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালত। তাদের জিজ্ঞাসাবাদেও বেরিয়ে আসে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এর পর ১৫ জুলাই আরিফুলের ফের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। ১৬ জুলাই রিমান্ডে মুখোমুখি হন আরিফ-সাবরিনা।

এর আগে গত ১২ জুলাই দুপুরে সাবরিনাকে তেজগাঁও বিভাগীয় উপ-পুলিশ (ডিসি) কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সাবরিনাকে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে করোনা সন্দেহে নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে তেজগাঁও থানায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ। ১৩ জুলাই তাকে তিনদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ১৭ জুলাই আরো দুদিনের রিমান্ডে নেয় ডিবি। রিমান্ড শেষে ২০ জুলাই আদালত তাকে

কারাগারে পাঠান।

সূত্র- কালের কন্ঠ

বেঁচে থাকলে সব অঙ্গনে সে অবদান রাখতে পারতো : প্রধানমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শহীদ শেখ কামালের বহুমুখী প্রতিভা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, আজকে কামাল যদি বেঁচে থাকতো তবে, সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারতো।

আজ বুধবার শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আজকে কামাল যদি বেঁচে থাকতো তবে, সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারতো। কারণ তার যে, বহুমুখী প্রতিভা… সব অঙ্গনে সে অবদান রাখতে পারতো। অবদান রেখেও গেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার যে সাহসী ভূমিকা। … প্রতিটি সংগ্রামে সে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে।’

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, একটা মানুষের মধ্যে এই যে বহুমুখী প্রতিভা। এটা সত্যিই বিরল ছিল।

‘শেখ কামাল একদিকে যেমন ক্রীড়া সংগঠক ছিল; সাংস্কৃতিক জগতেও তার প্রতিভা রয়েছে। স্পন্দন শিল্পগোষ্ঠী সে সৃষ্টি করেছে। থিয়েটারে সে অভিনয় করতো, গান গাইতো, সেতার বাজাতো। খেলাধুলায় তার সবচেয়ে বড় অবদান। ধানমন্ডি এলাকায় কোনো ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল না। সে উদ্যোগ নেয় এবং ওই অঞ্চলের সবাইকে নিয়ে আবাহনী গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের পরেও এই আবাহনীকে শক্তিশালী করে,’ বলেন প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্বে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে করোনায় মারা যাচ্ছে একজন

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে বিশ্বে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে এক জনের প্রাণহানি ঘটছে। বিগত দুই সপ্তাহের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

রয়টার্স তাদের প্রতিবেদনে জানায়, করোনায় বিশ্বজুড়ে গড়ে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৫ হাজার ৯০০ জনের মৃত্যু হচ্ছে। এতে প্রতি ঘণ্টায় দাঁড়ায় ২৪৭ জন বা প্রতি ১৫ সেকেন্ডে এক জন।

বার্তা সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবারে বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৭ লাখ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যায় প্রথমের সারিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ভারত ও মেক্সিকো এবং দেশগুলোতে এখনো বাড়ছে।

মাঝে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা কমলেও দেশটিতে দুটোই ফের ঊর্ধ্বমুখী। বিগত সপ্তাহে দেশটিতে টানা চার দিন প্রতিনিয়ত ৬০ হাজারের বেশি শনাক্ত হয়েছে।

এছাড়া ভারতের প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে ৫০ হাজারের বেশি জন করে। এদিকে ব্রাজিল ও মেক্সিকোতেও সংক্রমণ কমার লক্ষণ নেই। রয়টার্স, এনডিটিভি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মঙ্গলবার বিকালে বৈরুতের বন্দর এলাকার ওই বিস্ফোরণে পুরো বৈরুত শহর ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে। লেবাননের কর্মকর্তারা বলছেন, বিস্ফোরণস্থলের ধ্বংসস্তূপ সরাতে এখনও কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

অর্থনৈতিক সংকট আর করোনাভাইরাস মহামারীর সঙ্গে লড়তে থাকা বৈরুতে বহু বছরের মধ্যে বিস্ফোরণে হতাহতের সবচেয়ে বড় ঘটনা এটি।

লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতিসংঘ ট্রাইব্যুনালের রায়ের তিন দিন আগে ওই বিস্ফোরণের কারণ শুরুতে স্পষ্ট ছিল না।

তবে পরে দেশটির কর্মকর্তারা বিস্ফোরকের গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনা জানান।

প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন এক টুইটে বলেছেন, কোনো ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে দুই হাজার ৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বন্দরে মজুদ করে রাখা হয়েছিল, যা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়, বৈরুতের বন্দর এলাকা থেকে বড়ু গম্বুজ আকারে ধোঁয়া উড়ছে, এর কিছুক্ষণের মধ্যে বিকট বিস্ফোরণে গাড়ি, ভবন উড়ে যেতে দেখা যায়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণে বাড়িঘর এমন কেঁপে উঠেছিল যে, স্থানীয়রা ভাবছিলেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে মানুষের চিৎকার ও ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। বাড়িঘরের জানালার কাচ ও বেলকনি ভেঙেও অনেকে আহত হন।

সূত্র- যুগান্তর

সকল ব্যর্থতাকে সফল বলা সরকারের বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ : আ স ম রব

সকল ব্যর্থতাকে সফল বলার বিবেকহীন বয়ান প্রদান বন্ধ করা এবং সরকারের চরম গাফিলতি অনুসন্ধানের জন্য ৪ দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি।

আজ মঙ্গলবার জেএসডি’র সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার এক বিবৃতিতে এসব প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, করোনা প্রতিরোধসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে রাজনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মনগড়া সফলতার বিবেকহীন আত্মপ্রচার সরকারের বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। করোনা নিয়ন্ত্রণে আজগুবি সফলতা প্রমাণে পাণ্ডিতপনায় সরকার শুরু থেকেই কৌশলে সন্দেহজনকভাবে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করে যাচ্ছে। করোনায় আজ পর্যন্ত ঘোষিত ৩২৩৪ জন মানুষের মূল্যবান জীবন ঝরে যাওয়ার পরও সরকারের আত্মতুষ্টির বিবেকহীন নিষ্ঠুর উপাখ্যান জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে।

গত ৭০ দিনে ‘থাইল্যান্ডে’ একজনেরও মৃত্যু হয়নি তবু সে দেশের সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল বলে উল্লাস প্রকাশ করছে না। আর আমাদের প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল থাকার পরও সরকারের সফলতার মিথ্যাচার নির্মম তামাশার শামিল। এতে বাংলাদেশ ‘অমানবিক’ ও ‘অবিবেচক’ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত হচ্ছে। করোনাভাইরাস সরকারের ‘বিবেক’ এবং ‘লজ্জা’এ দুটোকেই খেয়ে ফেলছে।

করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই সরকার বিদেশ থেকে আগত প্রবাসীদের কোয়ারেন্টাইন, যথেষ্ট সংখ্যায় করোনা পরীক্ষা, করোনা রোগীদের আইসোলেশন, সক্রিয়ভাবে কন্টাক্ট ট্রেসিং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং লকডাউনসহ কোন কিছু কার্যকর করতে পারেনি।

উপরন্তু সরকার গার্মেন্টস খোলা-বন্ধ নিয়ে নাটক, ঈদে বাড়ি যাওয়া নিয়ে নানা রকম আদেশ, এবং লকডাউন না করে সারাদেশে অফিস ছুটি ঘোষণা করে সংক্রমণ বিস্তারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এরপর সারা

পৃথিবীতে যখন লকডাউন চলছে তখন সীমিত আকারে অফিস খোলা এবং টেকনিক্যাল কমিটির সকল পরামর্শ উপেক্ষা করে মৃত্যু ও সংক্রমণ বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে।

দেশবাসী এখনো ভুলে নাই এবং কোন দিনই ভুলবে না যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে দ্বারে দ্বারে ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে অনেকে রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন। জাতি এটাও ভুলবে না যে নিম্নমানের মাস্ক এবং সুরক্ষা সামগ্রী সরকার কর্তৃক সরবরাহের কারণে করোনার ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা চিকিৎসক-নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মূল্যবান জীবন বলিদান করতে হয়েছে।

ফলাফল যা হয়েছে তাহলো মানুষ করোনা আক্রান্ত হলেও আর এখন হাসপাতালে যায় না, সবাই হাসপাতাল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হাসপাতালের বিছানা এখন খালি থাকে, এটাকে সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের মাপকাঠি প্রচার করছে – যা নিষ্ঠুরতার নামান্তর।

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রত্যক্ষ মদদে যে সকল প্রতিষ্ঠান করোনা চিকিৎসা ও পরীক্ষা করার অনুমোদন পেয়েছিল সে সকল প্রতিষ্ঠানের ভুয়া সনদে অনেক মানুষের মৃত্যু এবং সংক্রমণ বিস্তারে সহায়ক হয়েছে।

সরকার সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েও আজ নির্লজ্জের মতো সাফল্যের বয়ান দিয়ে বিশ্বের কাছে রাষ্ট্রকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে। করোনার ভুয়া সনদ সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ধূলিসাৎ করেছে আর করোনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের বয়ান বাংলাদেশকে অবিবেচক আর নিম্নমানের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করছে।

সরকারের সফলতার ধোঁকাবাজি বন্ধ এবং তার ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণে ৪ দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করে দলটি। সেগুলো হলো-

(১) সরকারের ভুলের কারণে কত মানুষের মৃত্যু ও জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং করোনা সংক্রমণ বিস্তার লাভ করেছে তার জন্য ‘বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি’ গঠন।

(২) লণ্ডভণ্ড স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরসহ দুর্নীতিবাজদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনা।

(৩) নিম্নমানের মাস্ক এবং সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কারণে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা চিকিৎসক-নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মৃত্যুর

জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান।

(৪) বেসরকারি হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার অনুমতি ও ভুয়া সনদ প্রদানে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

আমরা বহুদিন যাবত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য অবিলম্বে সকল অংশীজনকে নিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল (National Health Council – NHC) গঠন করে আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছি।

সুতরাং সাফল্যের মিথ্যা বয়ান বন্ধ করে ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং জনগণের জীবন সুরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন